**গদাই** : কই হে দুলাল কাগজের রিপোর্টার তো এখনো এলো না

**দুলাল**: আসবে, আসবে আপনার অনশন শুরু হতে এখনো কিছুক্ষন বাকি আছে তো, শুরু হলেই দেখবেন সব একে একে আস্তে শুরু করে দিয়েছে

**গদাই**: নেতাদের বেলায় অনশন শুরু করার আগেই প্রেস, মিডিয়া সব এসে বসে থাকে,

**শৈলেন**: আরে গদাই দা, আপনি নেতার চেয়ে কম কিসে? এরকম burning issue নিয়ে অনশন কেউ করেছে আগে? ..

**গদাই**: বলছো , তার মানে অনশন করলেই, আমিও নেতা হয়ে যাবো, ইলেকশন এ জিততে পারবো বলছো?

**দুলাল** - আলবৎ পারবেন, সেই মহাত্মা গান্ধী থেকে, আন্না হাজারে, অনশন করে করেই তো সবাই famous হয়েছে নাকি?

**শৈলেন**: যা বলেছিস, এই তো আমাদের পিসি, আঙ্গুর জেলায় অনশন করে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গেলেন, আর গদাই দা আপনি, নেতা হতে পারবেন না, পানার নেতা হওয়া আটকায়ে কে? এই লিখে দিচ্ছে আমরা, সামনের ইলেকশন এজিতে আপনি, খাদ্যমন্ত্রী।....

**গদাই** : কি যে বলো না তোমরা ... রোমাঞ্চে আমার আর সারা শরীর তা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

**দুলাল**: তাহলেই বলুন গদাই দা অনশন কোড়ার আইডিয়া টা আপনাকে কেমন দিলাম আমরা, ডাক্তার আপনাকে বললো, হাই ব্লাড প্রেসার কমানোর জন্য খাওয়া বন্ধ করতে, আর আপনাকে বুদ্ধি টা দিলাম, খাওয়া যখন বন্ধ করবেন ই একটা issue সামনে রেখে করুন, ব্লাড প্রেসার তও কমবে আর আপনি নেতাও হয়ে যাবেন,

**শৈলেন**: আর আপনি নেতা হলে আমাদের তো একটা হিল্লে হয়ে যাবে নাকি, পাড়ার ক্লাব গুলোর একটু উপকার টুপকার হয়ে আর কি......

**গদাই** : হ্যা নিশ্চই, নিশ্চই, তোমাদের উর্বর মস্তিষ্কের জবাব নেই.... তা আমাকে একটু বলে টলে দিও কখন কি করতে হবে? আর হ্যা অনশনের ইসু টা যেন কি ছিল?

**দুলাল**: আপনি ডোবাবেন গদাই দা , একটা সামান্য কথা মনে রাখতে পারছেনা না,

**শৈলেন**: রেশনে খাদ্যের পরিমান বৃদ্ধির দাবি তে আপনার আমরণ অনশন।.. সিম্পল জাস্ট একটা লাইন।..

**গদাই** : আচ্ছা আচ্ছা মনে থাকবে, মনে থাকবে, আসলে কি ব্যাপারটা যেন আমি তো খাই গিয়ে বাসমতি চাল, রেশনের ২ টাকা কিলো চালের খবর কি আমি রাখি?

**দুলাল**: এই মরেছে রে, রিপোর্টার দেড় সামনে আবার বলে ফেলবেন না আপনি বাসমতি চাল খান,

**শৈলেন**: রেশনে জনগণ যা খেয়ে আপনিও ঠিক তাই খান, আপনি জনসাধারণের প্রতিনিধি গদাই দা,

**গদাই** : ও বুঝেছি, বুঝেছি, তা ভাই, জনসাধারণ রেশনে কি খেয়ে বলতো?

**দুলাল**: ইস , কোনো খবর রাখেন না , কাঁকর মেশানো দুর্গন্ধ চাল আর ধুলো মেশানো গম এই হলো রেশনের খাদ্য

**গদাই** : বলো কি হে!!

**শৈলেন**: গদাই দা, আপনার অনশনের টাইম হয়ে আসছে রেডি হয়ে যান,

**গদাই** : কি করে রেডি হই , গাদা ফুলের মালা, আর নেতার টুপি কি, আর একটু খিদে খিদেও তো পাচ্ছে ..

**দুলাল**: ওই মন্টু কে মালা, টুপি আনতে দিয়েছি, এলো বলে, ওই তো এসে গেছে...

(দুলাল, শৈলেন মালা টুপি পরিয়ে দেয় )

**গদাই** : এই আমাকে টুপি , মালা পরে কেমন দেখাচ্ছে,

**শৈলেন**: পুরো নেতা, দেখে মনে হচ্ছে জনসাধারণের জন্য আপনার হৃদয় টা কেঁপে কেঁপে উঠছে, রেশনভুক্ত মানুষের জন্য আপনার চোখের জল বাগমারী খালের জলের মতো বইছে

**গদাই** : কাঁদো কাঁদো হয়ে, এরকম বোলো না আমার ভীষণ লজ্জা পাচ্ছে, যদি অনশনের আগেই এমন হয় তো অনশনের পরে যে কি হবে....

**দুলাল**: সামলান একটু, একটু steady steady

**গদাই** : কি করে steady হই বলো তো, দেশবাসী, জনগণ, রেশন, কাঁকর, ডাক্তার, ব্লাড প্রেসার, ইলেকশন, minister সব মিলে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে, কেমন কেমন যেন উত্তেজনা অনুভব করছি

**শৈলেন**:গদাই দা, আর সময় নেই... আমি ঘড়ি দেখছি, স্টার্ট বললেই, আপনি চিৎ হয়ে শুয়ে পরে অনশন স্টার্ট করে দেবেন

**গদাই** : বলছিলাম কি যে কিছু একটা খেয়ে নিলে ভালো হতো না?

**দুলাল**: না না আর খাবার সময় নেই,

**গদাই** : আরে খিদে পেয়ে গেছে তো...

**শৈলেন**: এই তো কিছুক্ষন আগে ১৮ টা পান্তুয়া খেলেন,

**গদাই** : দুর , সে তো আধ ঘন্টা আগে, আমার ৫ মিনিট অন্তর অন্তর খাওয়ার অভ্যেস

**দুলাল**: সেসব অভ্যেস ছাড়ুন, আপনাকে কতদিন না খেয়ে থাকতে হবে জানেন?

**গদাই** : কত দিন?

**দুলাল**: ১৫ দিন, এক মাস, ২ মাস, এমনকি দাবি আদায় না হলে ৬ মাস অবধিও

**গদাই** : ওরে বাবা, নেতা হতে এতো কষ্ট, তা সে নয় করবো, কিন্তু এখন তো শুরু হয়নি অনশন, ৪টে রাজভোগ খেয়ে নি

**শৈলেন**: এখন রাজভোগ কোথায় পাবেন আপনি?

**গদাই** : এই তো মোড়ের মাথার অনাদি ময়রার দোকান থেকে দৌড়ে গিয়ে নিয়ে এস দুলাল ভাই, তাড়াতাড়ি কারো,

**দুলাল**: দিন টাকা দিন তাড়াতাড়ি

(দুলাল টাকা নিয়ে রাজভোগ কিনতে যায় )

**শৈলেন**: গদাই দা, আর ঠিক দু মিনিট বাকি।... পানি রেডি তো

**গদাই** : রেডি, একেবারে রেডি, দুলাল রাজভোগ টা নিয়ে আসলেই অনশন স্টার্ট করে দেব

**শৈলেন**: নো চান্স গদাই দা, দুলাল কিছুতেই ২ মিনিটে রাজভোগ নিয়ে ফিরে আসতে পারবে না

**গদাই** : দূর বলেন ভাই তোমার ঘড়ি ফাস্ট , ও ঠিক এসে যাবে, ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে দাও

**শৈলেন**: আর মাত্র ৩০ সেকেন্ড, countdown start .

**গদাই** : আরে এক দুমিনিট পরে অনশন শুরু করলে কোন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে

**শৈলেন**: না গদাই দা, টাইম announce করা হয়ে গেছে, আর নেতাদের কথার তো একটা দাম থাকতে হবে তো...

১০, ৯, ৮, ৭, ৬, ৫, ৪, ৩, ২, ১ স্টার্ট

**গদাই** : তুমি একটি পাষণ্ড শৈলেন, (চিৎ হয়ে পড়লো)

(দুলাল ও ছুটে ছুটে রাজভোগ নিয়ে এসে পৌঁছয়ে)

**দুলাল**: very sorry দুলাল দা, অনাদি ময়রা ভীষণ লেট করে দিলো।... আপনার অনশন যখন শুরুই হয়ে গেছে তা আমরাই রাজভোগ গুলো খেয়ে নি , পয়সা দিয়ে কেনা খাবার নষ্ট করতে নেই। .. এই নে শৈলেন তুইও খা

**শৈলেন**: (একটা মুখে পুরে ) উফফ, অনাদি ময়রা জিন্দাবাদ, গরম গরম রাজভোগ, কি টেস্ট মাইরি

**গদাই** : টেস্ট তো লাগবেই হারামজাদা, অনাদি, রাজভোগ তা হেব্বি বানায়, পুরো স্পঞ্জের মতো, দেখো দুলাল আস্তে আস্তে খেও, একেবারে মুখে পুড়ে দিও না, গলায় আটকে যাবে চিবিয়ে চিবিয়ে অনেক্ষন ধরে খাও, রাজভোগ কে উপভোগ করে খেতে হয়, তোমরাই খাও আমি দেখি...উহঃ উহঃ

**শৈলেন**: কি হলো?

**গদাই** : নরম গদি তে শোয়া অভ্যেস, এই কাঠের তক্তপোষ পিঠে লাগছে তো, বড় বড় নেতারা যখন অনশন করে গদি তে শোয়ে , তোমরা আমাকে একটা শক্ত তক্তপোষে শুইয়ে দিয়েছো

**দুলাল**: আরে বড় বড় নেতাদের শরীরে তো মাংস থাকে না তাই বোধ হয় গদিতে শোয়ে, আর আপনার পুরো শরীরটাই তো তুলতুলে নরম গদি, ওসব ছাড়ুন এখন জনগণের দুঃখ দূর করছেন আপনি, নিজের কথা ভুলে যান , অনশন যখন শুরু হয়েই গেছে উঠে বসতে পারেন এখন.

**Part 2 Newspaper Reporter:**

শৈলেন: গদাই দা, শুয়ে পড়ুন শিগগির, কাগজের রিপোর্টার আসছে, মন্টু ফোন করে খবর দিলো। আর শুনুন একটু কাতর কাতর ভাব করবেন,

গদাই : আবার শুতে হবে?

দুলাল: আহঃ যা বলছি করুন, আর যেমন যেমন শিখিয়েছি, সেরকম বলবেন

গদাই : (শুয়ে পরে), সে ভেবোনা আমার সব মনে আছে

reporter enters ....

রিপোর্টার: গদাই পাটকেল কার নাম?

শৈলেন: এই তো এই তো, একশনে শুয়ে আছেন।...

রিপোর্টার : আমি times yesterday কাগজ থেকে আসছি, ওনার সাথে কথা বলতে চাই

দুলাল: গদাই দা, আপনাকে একটু উঠে বসতে হবে (দুজনে মিলে ওঠায়ে )

রিপোর্টার: নমস্কার

গদাই : ন - ম - স্কা - র

রিপোর্টার: এখন কেমন লাগছে আপনার?#

গদাই : কা --ত --র

রিপোর্টার: হ্যাঁ , কাতর তো হবেনই, অনশন করলে, শরীরের সব শক্তি চলে যায়. তা আপনি কখন অনশন শুরু করেছেন?

গদাই : পাঁ --চ--মি--নি--ট

রিপোর্টার: পাঁচ মিনিটে এমন কাহিল হয়ে পড়লেন যে গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না?

গদাই : হ্যাঁ ----

রিপোর্টার: আপনারা গদাই বাবুকে মাঝে মাঝে নুনজল মানে saline water দেবেন, তাহলে উনি এতো কাহিল হয়ে যাবেন না

দুলাল: না না উনি তো নির্জলা করছেন পুরো, জল ও খেতে চাইছেন না

শৈলেন: বলছি ম্যাডাম, কাল কাগজে একটু বড় বড় করে ছাপা হবে তো?

রিপোর্টের : সেজন্যই তো আমি এসেছিলাম, কিন্তু উনি যা কাহিল, কথাই বলতে পারছেন না.

দুলাল: গদাই দা, আপনাকে মনে একটু জোর আনতে হবে,

শৈলেন: গদাই দা, নেতা, ইলেকশন, মন্ত্রী। .....

গদাই : এসে গেছে, এসে গেছে, মনে জোর এসে গেছে , বলুন রিপোর্টার ম্যাডাম কি জানতে চান? আমি বলছি

রিপোর্টার: আপনি hunger strike মানে অনশন কেন করছেন?

গদাই : ব্লাড প্রেসার:

দুলাল: কিসের ব্লাড প্রেসার, রেশনে খাদ্যের পরিমান -----

গদাই : ওহ হ্যাঁ হ্যাঁ --- মানে রেশনে খাদ্যের পরিমান বৃদ্ধির জন্য আমার আমরণ অনশন।.....

রিপোর্টার: তা সপ্তাহে কি পরিমান রেশন আপনার দাবী ?

(গদাই অসহায় ভাবে এদিক ওদিক তাকায়ে, শৈলেন ইশারায় দু আঙ্গুল দেখায়ে )

গদাই : তা দু কুইন্টাল

রিপোর্টার: সপ্তাহে মাথাপিছু ২ কুইন্টাল, সে তো হাতির খাবার মশাই

শৈলেন: না না কুইন্টাল না কিলো কিলো।..উনি কিলো বলতে গিয়ে কুইন্টাল বলে ফেলছেন, আসলে অনশন করছেন তো, দুর্বল হয়ে গেছেন, মাথা কাজ করছে না....

রিপোর্টার: সেই সেই, আচ্ছা গদাই বাবু, দেশবাসী কে সেবা করার অনুপ্রেরণা আপনি কথা থেকে পেলেন?

গদাই : প্রেসার থেকে , ডাক্তার বলেছিলো ---

দুলাল: ডাক্তার আবার কি বলেছিলো!! মানে উনি বলছিলেন, রোগীর সেবা করা যেমন ডাক্তারের কর্তব্য, সেই ডাক্তার এর সেবা থেকেই উনি দেশবাসীর সেবা করার প্রেরণা পেয়েছেন? তাই না?

গদাই : হ্যাঁ হ্যাঁ ডাক্তরের সেবা থেকেই পেয়েছি ঠিক

রিপোর্টার: ধরুন গভর্নমেন্ট আপনার দাবি মানলো না, দিনের পর দিন অনশন করে আপনি মুমূর্ষু অবস্থা, জনগণ আপনাকে খাবার খেতে অনুরোধ করলো, তখন কি করবেন?

গদাই : খাবো

শৈলেন: কক্ষনো না, উনি মুখে বলবেন খাবো, কিন্তু আসলে খাবেন না, না খেয়েই উনি প্রাণ ত্যাগ করবেন দেশবাসীর জন্য? তাই না গদাই দা?

গদাই : হ্যাঁ , সামনে রসগোল্লা, রাজভোগ, কাঁচাগোল্লা , সন্দেশ থাকলেও আমি স্পর্শ অবধি করবো না

রিপোর্টার: ধরুন সরকার আপনার দাবি মেনে নিলো, তাহলে সবার আগে কি খেয়ে আপনি অনশন ভঙ্গ করবেন?

গদাই : পান্তুয়া

রিপোর্টার: পান্তুয়া? সবাই তো লিকুইড খেয়ে অনশন ভঙ্গ করে, আপনি পান্তুয়া খাবেন কেন?

গদাই : পান্তুয়াতেও তো লিকুইড থাকে, একটা কামড় দিলেই টস টস করে রস গড়িয়ে পরে

শৈলেন: খাওয়ার কথা বন্ধ করুন গদাই দা আপনি আরো দুর্বল হয়ে পড়বেন

গদাই : আমাকে বলতে দাও শৈলেন ভাই, খাওয়ার কথা না বললে যে আমি আরো দুর্বল হয়ে পড়বো। ...

রিপোর্টার:আপনাকে আর প্রশ্ন করে কষ্ট দেব না, এতক্ষন যা নোট করলাম, সব প্রেসে পাঠিয়ে দিচ্ছি , টপ প্রায়োরিটি নিউস। আমি আসি

Reporter exits …

দুলাল: ব্যাস ! গদাই দা এবার আপনাকে পায়ে কে? এই শৈলেন মন্টু কে ফোন করে বল গদাই দার জন্য এক গামলা নুন জল গুলে আনে যেন….

Part 3 - Ambulance Worker

গদাই : সে তো নেতা নয় হবো, কিন্তু খিদে পাচ্ছে তো খুব?

দুলাল: এতো খিদে আপনার পায়ে কথা থেকে?

গদাই : তোমরা সেটা বুঝবে কি করে? নিজেরা তো রাজভোগ সাঁটিয়ে বসে আছো?

শৈলেন: কিছু চিন্তা করবেন না, মন্টু আসছে তো নুন জল গুলে নিয়ে

(এম্বুলেন্স কর্মীর প্রবেশ:)

এ. ক.: এখানে কি কেউ অনশন করছেন?

দুলাল: হ্যাঁ , গদাই পাটকেল

এ.ক.: গদাই পাটকেল? মানুষ তো?

দুলাল: এই তো আপনার চোখের সামনে জলজ্যান্ত বসে আছেন দেখতে পাচ্ছেন না?

এ.ক.: মানুষের নাম পাটকেল, এই ফার্স্ট শুনলাম তো

শৈলেন: খেলার মাঠে, ইট পাটকেল সাপ্লাই করে উনি অনেক মাল করি কামিয়েছেন, তাতে আপনার কি? আপনি কে মশাই?? কোথা থেকে আসছেন?

এ:ক:: আমি অ্যাম্বুলেন্স ডিপার্টমেন্ট থেকে আসছি, এম্বুলেন্স এর গাড়ি নিয়ে এসেছি

দুলাল: এম্বুলেন্স কেন?

এ:ক: : অর্ডার আছে, যে মাল টা অনশন করছে, মরলেই, ডেডবডি গাড়ি করে নিয়ে ইমার্জেন্সি তে ঢোকাতে হবে

শৈলেন: কিন্তু গদাই দা যদি মারা না যান?

এ: ক: উনি যদি না করেন, তাহলে ওনাকে নিজের দায়িত্বে বাঁচতে হবে.... এম্বুলেন্স ডিপার্টমেন্ট কিন্তু কোনো responsibility নেবে না.

দুলাল: উনি মরেন বাঁচেন, তাতে আপনাদের কি?

এ:ক: আমাদের কি মানে? কি হ্যাপা বলুন তো, টপকে গেলে তো হাসপাতাল হয়ে সোজা শ্মশানে পৌঁছে দেব, বেঁচে গেলেই, এই ডিপার্টমেন্ট সেই ডিপার্টমেন্ট চক্কর কাটতে হবে. হেবি ঝক্কি

দুলাল: উনি যে মারা যাবেনই সেটা আপনারা বুঝলেন কি করে?

এ:ক: এতে আবার বোঝা না বাজার কি আছে? সততা নিয়ে অনশন করলে মরবেই মরবে, আর যদি অনশনের নাম লুকিয়ে, বিরিয়ানি 'ডিমভাত' সাঁটান তাহলে বছরের পর বছর অনশন করেও মরবেন না...

শৈলেন: গদাই দা শুনছেন তো......

গদাই : হ্যাঁ ভাই, তোমরা যা বন্দোব্যস্ত করেছো, আমার মৃত্যু অনিবার্য্য

এ:ক: তাহলে আমি বাইরে গাড়ি নিয়ে wait করবো?

শৈলেন: কেন আপনাদের কি আর কোনো কাজ নেই?

এ;ক: আর বলবেন না মশাই কাজ প্রচুর, এই তো গদাই বাবু ছাড়াও, দুটো পেশেন্ট আছে গাড়িতে, একটা এক্সিডেন্ট কেস, আর একটা কলেরা রুগী,

দুলাল: তা ওদের কে আগে হাসপাতাল নিয়ে যান, গাড়ির মধ্যেই মারা যাবে তো

এ:ক: আরে তাইতো চাই, কিন্তু বেপারটা হলো আমাকে এক ট্রিপেই সব করতে হবে, মানে গাড়ির খুব crisis তো....

শৈলেন: মানে আপনাদের একটাই এম্বুলেন্স?

এ:ক; না না ১০ টা আছে, তার মধ্যে ৮ টা আউট অফ অর্ডার।একটা গেছে, diamond harbour HOD র মেয়ের বিয়ের মাছের ডেলিভারি নিতে,

আর একটা আমি নিয়ে বেড়িয়েছি পাবলিক সার্ভিস এর জন্য, একার ওপর পুরো চাপ, সকাল থেকে কিছু খাওয়া অবধি হয়ে ওঠেনি

গদাই : খুব অন্যায় করেছেন, খালি পেটে থাকা ভারী অন্যায় , খালি পেতে থাকলে গ্যাস হয়, যান শিগগির কিছু খেয়ে আসুন।

এ:ক: আপনার চট করে কিছু হয়ে যাবে না তো?

গদাই : না না আপনি না ফেরা পর্যন্ত আমার কিছু হবে না

এ:ক: তাহলে আমি সামনের কোনো হোটেল থেকে ছোট করে একটু খেয়ে আসি

গদাই : বলছি যে আসবার সময় একটা চিকেন কাটলেট নিয়ে আসবেন তো

দুলাল: সেকি চিকেন কাটলেট কি হবে খাবেন নাকি?

গদাই :না না খাবো না, সুতো দিয়ে বেঁধে গলায় ঝুলিয়ে রাখবো, গন্ধে খিদে মেটে , এই নাও টাকা এম্বুলেন্স ভাই কাটলেট নিয়ে এস মনে করে

দুলাল:গদাই দা আপনি একটু সংযমী হন,

গদাই : আর কত সংযমী হবো ভাই, আধ ঘন্টা হয়ে গেলো মুখে এক ফোঁটা জল অবধি যায়নি,

শৈলেন: ঐতো মন্টু নুনজল নিয়ে আসছে, খেয়ে নিন

দুলাল: নিন খেয়ে নিন, চুমুক দিন

গদাই: একটা গ্লাস অবধি জোগাড় করতে পারোনি,

(গামলা ধরেই চুমুক দে)

গদাই : ওয়াক, ওরে বাবা রে, বাবা গো তুলে নাও আমাকে আমি আসছি তোমার কাছে

দুলাল: কি হলো গদাই দা,

গদাই : নিজে খেয়ে দেখনা হারামজাদা, ২ লিটার জলে ১০ কেজি নুন। ..

শৈলেন: আরে গদাই দা, অনশন করলে সবাই নুন জল ই তো খায় , খেয়ে নিন দেখবেন আর খিদে পাবে না

গদাই : আমার আর খিদে পাবে না, এখুনি ফেলো এটা। ....

দুলাল: থাকে না

গদাই : না না থাকলেই তোমার আবার খাওয়াবে, বাবা গো ও বাবা তুলে নাও গো

দুলাল: আচ্ছা আচ্ছা ফেলে দেব, চুপ করুন দেখুন কে একটা আসছে

Par 4 Doctor:

ডাক্তার: আপনি অনশন করছেন?

গদাই : হ্যাঁ

ডাক্তার: ঠিক ধরেছি, আপনার চেহারার মধ্যে একটা গদাই লস্করি ভাব আছে

শৈলেন: মুখ সামলে কথা বলবেন, ওনার নাম পাটকেল, গদাই পাটকেল

ডাক্তার: তা সে পাটকেল ই হোক বা রাস্কেল , মগজে কিস্সু নেই,

দুলাল: আপনি কিন্তু একজন বড় মাপের নেতা কে অপমান করছেন, মানহানির মামলা করে দেব, মগজে কিছু নেই মানে টা কি?

ডাক্তার: মাথায় ঘিলু থাকলে, এই এঁদো গলি তে কেউ অনশন করে, বড় রাস্তার মোর প্যান্ডেল বেঁধে ট্রাফিক অচল করে দিয়ে অনশন করলে তবে না issue ...

শৈলেন: আমাদের যেখানে খুশি সেখানে অনশন করবো, তাতে আপনার কি?

ডাক্তার: আমার কি মানে? ৫০ টাকা রিকশা ভাড়া নিয়েছে কে দেবে টাকাটা?

দুলাল: আপনাকে কে মাথার দিব্যি দিয়েছিলো রিকশা ভাড়া করে এখানে আসার?

ডাক্তার: আসবো না মানে? কেউ অনশন করলেই আমার ডিউটি পরে, আমি health dept থেকে আসছি, অনশন specialist .

দুলাল: যোগ আগে বলেবেন তো আপনি গদাই দার হেলথ চেক আপ করতে এসেছেন, বসুন বসুন,

শৈলেন: ডাক্তার বাবু, একটা কথা বলবো, গদাই দার থেকে আপনার নিজের হেলথ চেক আপ তা আগে দরকার

ডাক্তার: হে হে আমার চেহারা দেখে বলছেন

দুজনে একসাথে: আজ্ঞে হ্যাঁ

ডাক্তার: করিয়েছি তো, এই তো লাস্ট মাসেই, একটা TB স্পেসালিস্ট আমার বাঁ দিকের lungs টা কেটে বাদ দিয়ে একটা বাঁদরের laungs লাগিয়ে দিয়েছে।

দুলাল: সেকি আপনার কোনো অসুবিধে হয় না?

ডাক্তার: তা বিশেষ না, শুধু কলা দেখলেই লাফাতে শুরু করি....

গদাই : কোন কলা ? সিঙ্গাপুরি? না মর্তমান?

ডাক্তার: কোনো ব্যাচ বিচার নেই কলা হলেই হলো

গদাই : আমার আবার মর্তমান ছাড় চলে না, বেশ বড় বড় সাইজের হৃষ্টপুষ্ট মোটা মোটা মর্তমান কলা এক নিমেষে কৎকৎ করে ৮/১০ তা খেয়ে ফেলতে পারি , কেরলের, কলা খেয়েছেন কখনো? রোজ ২ ডজন করে কেরলের কলা খান, আপনা এই শুঁটকো চেহারা দু দিনে ঠিক হয়ে যাবে,

দুলাল: গদাই দা, আপনি কলার কথা রাখুন, ডাক্তার বাবু কে হেলথ চেক আপ করতে দিন

গদাই : কলার কথা উঠলো তাই বললাম, নাও ডাক্তার দেখো তো আমার ব্লাড প্রেসার তা কোমল কিনা? এক ঘন্টা তো কিছু খাই নি ...

ডাক্তার: ডিপার্টমেন্টে প্রেসার মাপার যন্ত্র একটাই ছিল, আউট অফ অর্ডার, কিন্তু চিন্তা করবেনা না, অল্টারনেটিভ বেবস্থা আছে, এই ফুটবল এর পামপ দিয়ে, হওয়া দিয়ে প্রেসার মেপে দেব ঠিক , হা করুন তো,

একি , হাওয়া দিচ্ছি অথচ, গাল ফুলছে না কেন? হাওয়া যাচ্ছে তো ঠিকঠাক পাম্পের থেকে?

গদাই : যাচ্ছে, যাচ্ছে আরো পাম্প করুন

ডাক্তার: আর পাম্প করে কি হবে, এতো হাওয়া সব কোথায় গেলো?

গদাই : পেটে

ডাক্তার: খেয়ে ফেললেন নাকি? এইভাবে হাওয়া খেয়ে ফেললে, প্রেসার মাপা যাবে না?

গদাই : খালি পেটে মুখে যা যাবে সব খেয়ে ফেলবো

দুলাল: আপনি, প্রেসার ছাড়ুন, জেনারেল হেলথ চেক আপ করুন

ডাক্তার: ঠিক আছে temperature তা দেখে নি তাহলে...

শৈলেন: এতো গরুর থার্মোমিটার

ডাক্তার: হ্যাঁ ভেটেরিনারি ডিপার্টমেন্ট এর সাথে পাল্টাপাল্টি হয়ে গেছে, তাতে কোনো অসুবিধে নেই, temperature is temperature , গরু মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই..

বগলে হবে না, হাঁটুতে লাগাবো, আচ্ছা ততক্ষন একটু বুক টা দেখে নি,, জোরে জোরে নিঃস্বাস নিন তো, আমার স্টেথোস্কোপ এ আবার একটা ফুঁটো আছে, এদিক ওদিক দিয়ে noise ঢুকে যায়

দেখি pulse টা দেখি তো একটু

কি typical বডি construction আপনার, pulse খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না....

চর্বিতে সব ঢাকা পরে গেছে...

গদাই : তাহলে কি হবে ডাক্তার বাবু?

ডাক্তার: অসুবিধে কিছু নেই, পায়ের pulse দেখে নেবো।...

শৈলেন: কেমন বুঝছেন ডাক্তার বাবু?

ডাক্তার: ভালো না... দুঃখ করবেন না, চিরদিন তো কেউ আর থাকে না.

দুলাল: কি বলছেন কি আপনি?

ডাক্তার: পায়ের pulse ও বন্ধ, প্রায় শেষ, দিন আমার ফিস তা দিন, আমি কেটে পরি

শৈলেন: আপনি সরকারি ডাক্তার ফিস চাইছেন কেন?

ডাক্তার: আমার জন্য নয়, আমার বৌ কে সামনের মাসে একটা গয়না গড়িয়ে দিতেই হবে, না হলে বাপের বাড়ি চলে যাবে বলেছে, বুঝতেই তো পারছেন

গদাই : বৌ কে খবরদার বাপের বাড়ি যেতে দেবেন না তাতে আপনার খাওয়ার সমস্যা হবে? এই যা চেহারা, খেতে না পেলে দুদিনেই পটল তুলবেন। এই নিন ফিস নিন

Part 5, police, ambulance worker again

<police slaute >

Police: Ami sorkarer nirdeshe apnar kache esechhi, apnar kachhe 3 bar ese ami onoshon vangar janyo request korbo. Eta first request – sunun apnake sorkar ki janachhe –

<reads the notice >

দুলাল: গদাই দা, আপনি গর্জে উঠুন, যতক্ষণ না দাবী পূরণ হচ্ছে আপনি কিছুতেই অনশন ভাঙবেন না, কোনো লোভের সামনে আপনি মাথা নত করবেন না

গোড়ায়: হ্যাঁ আমি গর্জে উঠছি, তোমরা আমাকে দাঁড় করিয়ে দাও

আমি গর্জে উঠে বলছি, যতক্ষণ না দাবী পূরণ হচ্ছে, ততক্ষন অনশন চলছে চলবে, শুধু মদের লাইসেন্স কেন আমাকে এক চৌবাচ্চা রাবড়ির মধ্যে ডুবিয়ে রাখলেও আমি অনশন ভঙ্গ করছি না

<poiice salutes again, Godai does the same, about turn, leaves>

শৈলেন:এইবার সরকার এর টনক নড়েছে, পুলিশ অফিসার যতবার ই আসুক, আপনি একই ভাবে উত্তর দিয়ে যাবেন, গদাই দা,

গদাই : সে আর তোমাদের বলতে হবে না, একবার আমি যখন গর্জে উঠেছি, এই গর্জন আর কিছুতেই থামবে না।

(এম্বুলেন্স কর্মী চিকেন কাটলেট নিয়ে প্রবেশ করে )

এ:ক: এই নিন আপনার চিকেন কাটলেট, একেবারে, সুতো দিয়ে বেঁধে এনেছি,

গদাই : দাও ভাই, আমার গলায় ঝুলিয়ে দাও

দুলাল: গলায় ঝোলালেই আপনার খেতে ইচ্ছে করবে, তার চেয়ে ওটা আমাকে দিন.

গদাই : খাবো না বলছি তো, সব বেপারে তোমরা এত আপত্তি করো নাতো, আহঃ কি সুন্দর গন্ধ , এতক্ষনে আমার প্রাণ টা ঠান্ডা হলো।

এ:ক: আমি কি তাহলে বাইরে এম্বুলেন্স নিয়ে অপেক্ষা করবো?

গদাই : না, আর অপেক্ষা করতে হবে না, আপনি যেতে পারেন।

এ:ক: ডিপার্টমেন্ট যদি বলে আপনার ডেডবডি আনলাম না কেন? কি উত্তর দেব?

গদাই : বলবেন, এই কাটলেট যতক্ষণ আমার গলায় ঝুলছে, ততক্ষন আমার মৃত্যু নেই.

(এম্বুলেন্স কর্মী চলে যায় )

শৈলেন: কাটলেট তা গদাই দার গলায় কি সুন্দর মেডেল এর মতো লাগছে, দেখি একটু

যাহ , ভেঙে গেলো গদাই দা,

দুলাল: নন সেন্স একটা, শখ করে একটা জিনিস আনলো গোড়ায় দা, ওটাকেও রাখতে দিলি না, এখন ওই আধ ভাঙা কাটলেট গলায় ঝুলিয়ে রাখার কোনো মানে হয়?

গদাই : সেই তো তাহলে দেখছো কি? খুলে মুখে পুড়ে দাও আর কি, হতছারা বাঁদর বেল্লিক কোথাকার,

দুলাল: সেই তো পয়সা দিয়ে কেনা জিনিস তো আর নষ্ট করা যায় না,

(দুজনে কাটলেট খেতে থাকে )

গদাই : ওই এম্বুলেন্স এর লোক তাকে ডাক আবার , আমার ডেডবডি তা নিয়ে যাক

শৈলেন: রেগে যাচ্ছেন কেন গদাই দা,

গদাই : না রাগবো না, আমি একটা করে জিনিস আনাচ্ছি , আর তোমরা খেয়ে ফেলছো, পেয়েছো টা কি?

দুলাল: গদাই দা আপনি উত্তেজিত হবেন না, আপনি জনগণের সেবক

গদাই : আমি কি সেবক হতে চেয়েছি নাকি, তোমাদের পাল্লায় পড়ে আমি সেবক হয়েছি

**Part 6: old lady:**

বৃদ্ধা: হ্যাঁ বাবা দেখাবে নাকি কেউ সিদ্ধিলাভ করার জন্য ধ্যানে বসেছেন?#

দুলাল: এখানে?

বৃদ্ধা: হ্যাঁ গো এখানেই তো, একটা বাচ্চা ছেলে আমাকে খবর দিলো,

দুলাল: আপনি ভুল শুনেছে মাসিমা, এখানে অনশন চলছে

বৃদ্ধা: ওই একই হলো, ঠাকুরের নাম হত্যে দিয়েছেন, কজনে এসব পারে, কে সেই মহাপুরুষ বাবা?

শৈলেন: দুলাল চেপে যা ..

বৃদ্ধা: আমাকে দেখিয়ে দাও বাবা কোথায় তিনি?

শৈলেন: আপনি যাকে খুঁজছেন, যিনি সেই বোম ভোলানাথ, গ্যাঁট হয়ে বসে তপস্যা করছেন

বৃদ্ধা: আহা কি সুন্দর, নধরকান্তি চেহারা, বাবা যেন সাখ্যাৎ কপিল মুনি , একবার সারা দাও বাবা

গদাই : কার বাবা?

বৃদ্ধা: আমার বাবা, আমার ছেলের বাবা, জগতের বাবা, একটু কৃপা করো বাবা

গদাই: কি কৃপা?

বৃদ্ধা: একটু পদধূলি দিয়ে কৃতার্থ করো বাবা

গদাই : আমি বাটার জুতো পড়ি, ধুলো তুলো নেই,

বৃদ্ধা: আমাকে পরীক্ষা করছো বাবা, তোমার চরণ কামড়ে এখানেই পরে থাকবো

গদাই : কি বিপদ, কামড়ে দেবে বলছে তো?

দুলাল: দিন না প্রভু ঝেড়ে ঝুরে যদি একটু ধুলো ম্যানেজ করতে পারেন,

বৃদ্ধা: তাহলে বাবা আমার দুটো মনো বাসনা পূর্ণ করো বাবা।

গদাই : কি বাসনা?

বৃদ্ধা: আমার ছোটছেলে, BA পাস করে বসে আছে ৩ বছর, একটা অর্থ রোজগারের পথ বলে দাও বাবা

গদাই : ছেলে কে বল, লটারির টিকিট বেচতে, বিনা পরিশ্রমে প্রচুর অর্থ

বৃদ্ধা: আপনার অপার কোরুনা বাবা, তাই বলবো, আর একটা প্রাথনা আছে বাবা, সেটা এই হতভাগিনীর ,

গদাই : কি প্রার্থনা?

বৃদ্ধা: নিচের পাটির সব দাঁত পরে যাচ্ছে বাবা, মাংস চিবোতে পারিনে, কিছু একটা করো বাবা,

গদাই : নিম দাতুন, ব্যবহার কর, পুরো ন্যাচারাল,

বৃদ্ধা: আমার আর কোনো প্রার্থনা নেই, আপনার জন্য যে চাল কলা সন্দেশ বাতাসা এনেছিলাম, গ্রহণ করুন বাবা,

গদাই : চালটাল লাগবে না, সন্দেশ, কলা বাতাসা তাই হবে দাও মা,

দুলাল: একি একি দেবেন না, বাবার এখন খাওয়া চলবে না,

বৃদ্ধা: সেকি বাবা তো খাবেন বলছেন?

দুলাল: সে আমরা বাবা কে বুঝিয়ে বলছি, মহারাজ, সিদ্ধিলাভ না হওয়া পর্যন্ত, আপনি অন্ন স্পর্শ করবেন না পান করেছেন

গদাই : প্রসাদী কলা বাতাসা সন্দেশে কোনো দোষ নেই বৎস

শৈলেন: প্রভু, আপনি এখন স্বর্গলকে বিচরণ করছেন, মর্তের কোনো কিছুই আপনার গ্রহণ যোগ্য নয় প্রভু

বৃদ্ধা: এ আমি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবো না প্রভু।. আমি আপনার সিদ্ধিলাভ বিঘ্ন ঘটাতেও চাই না, তার চেয়ে আপনার দুই শিষ্যই , এই নৈবেদ্য গ্রহণ করুক, আমি আসি বাবার জয় হোক

**Part 8: Police and Chopwala**

পুলিশ: আমি সেকেন্ড টাইম সরকারের, পক্ষ থেকে আপনাকে ---

গদাই : থামুন থামুন, সকারের নিকুচি করেছে, এদিকে আসুন, গোপনীয় কথা আছে , আমি সুযোগ পেলেই অনশন ভেঙে দেব, পাড়ার ছেলেরা আমাকে জোর করে অনশন করেছে, আমি যদি জানতাম অনশনে এতো কষ্ট, তাহলে কি গাধার বাচ্চার মতো অনশনে বসতাম বলুন?

পুলিশ: আপনি তো জনগণের স্বার্থে অনশন করছেন

গদাই : রাখুন মশাই জনগণ, ওই বেটারা আমাকে না খেতে দিয়ে, নিজেরা সব খেয়ে যাচ্ছে,, আপনাকে সাহায্য করতেই হবে?

পুলিশ: কি সাহায্য?

গদাই : এরা আমাকে এমনি তে অনশন ভাঙতে দেবে না, তার চেয়ে আপনি এদের লাঠি পেটা করে সরিয়ে দিন, সেই সুযোগে আমি অনশন ভঙ্গ করে দেব

পুলিশ: এভাবে সরকারের পারমিশন ছাড়া পুলিশ লাঠি চার্জ করতে পারে না,

গদাই : দূর মশাই, সরকারের দোহাই দেবেন না, নিন আপনাকে কিছু টাকা ঘুষ দিচ্ছি।....

পুলিশ: পুলিশ ডিপার্টমেন্ট খুবই সৎ , আমরা ঘুষ নিই না।

গদাই : কেও দেখছে না চুপ করে টাকা গুলো পকেটে পুরুন

পুলিশ: এরকম করে জোর করবেন না, টাকার বেপারে পুলিশ কিন্তু খুব দুর্বল

গোড়ায়: দূর মশাই সময় নষ্ট করবেন না,ওরা এসে গেলে সব পন্ড হয়ে যাবে

পুলিশ: পুলিশ এর ঘুষ নেওয়া বারণ , তবে টাকা নিতে দশ নেই,

গদাই : তবে ঘুষ না ভেবে টাকা ভেবেই নিন।

পুলিশ: পুলিশ টাকা দেবার কয়েক টা নিয়ম আছে ,

গদাই : কি নিয়ম তাড়াতড়ি বলুন

পুলিশ: আপনাকে বলতে হবে, এই টাকা গুলো আপনার ছেলেমেয়েদের মিষ্টি খেতে দিলাম। আমি একবার আপত্তি করবো, তারপর আপনি আমার হাতে গুঁজে দেবেন, আর আমি গদ্গদ হয়ে নিয়ে নেবো।

গদাই : বেশ বেশ, তাই বলছি, আপনার ছেলে মেয়েদের মিষ্টি খেতে এই টাকা গুলো দিলুম,

পুলিশ: কি দরকার,ওরা তো মিষ্টি খায়।

গদাই : আপনি না নিলে আমি দুঃখ পাবো,

পুলিশ: আপনি যখন আপনার ভাইপো ভাইঝি দের ভালোবেসে দিচ্ছেন, আর কি করে না করি... দিন। ..

গদাই : আপনাকে যেমনটি বললাম তেমনটি করবেন কিন্তু

<পুলিশ চলে যায়>

শৈলেন: পুলিশ এর কাছে কোনো রকম দুর্বলতা প্রকাশ করেন নি তো

গদাই : না না ! গদাই পাটকেল, বজ্র কঠিন, মন্ত্রিত্বের লোভে দেখালো, বললো অনশন প্রত্যাহার করলে খাদ্য মন্ত্রী করে দেবে

দুলাল: আপনি কি বললেন?

গদাই : আমি নির্ভিক ভাবে তিন বার বললাম, এই অনশন চলছে চলবে

শৈলেন: এই তো আপনি পুরো নেতা হয়ে গেছেন

<চপ ওয়ালা ফেরি করতে করতে ঢোকে>

চপওয়ালা: চপ দেব নাকি বাবু? একেবারে গরম

গদাই : এই এই চপওয়ালা, তুমি তো ভারী পাজি

চপওয়ালা: কেন বাবু আমি কি করলাম?

গদাই : দেখছো না এটা অনশন এরিয়া, এখানে চপ বেচলে, আমার তো খেতে ইচ্ছে করবে?

চপওয়ালা: খেতে ইচ্ছে করলে খান বাবু, দেব নাকি, পুরো গরম গরম

গদাই : লোভ দেখিওনা , চপওয়ালা আমি খাদ্যমন্ত্রীর পোস্ট ছেড়ে দিয়েছি, তুমি কি ভেবেছো, এই চপের লোভে আমি আন্দোলন থেকে সরে যাবো

চপওয়ালা: কি যে বলছেন বাবু আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না?

গদাই : তা বুঝবে কেন? এক জন লোক না খেতে পেয়ে মোর যাচ্ছে আর তুমি তার নাকের ডগায় এসে চপ বিক্রি করছো, কি নিষ্ঠুর তুমি, তোমার কি কোনো দোয়া ময় নেই, আমি কার জন্য করছি এই অনশন, তোমাদের জন্যই তো

চপওয়ালা: এতো ভালো বিপদ হলো, আপনি তো ডাকলেন আমাকে

গদাই : কেন ডেকেছি যেন, চপ আমি বড় ভালোবাসি, একবার শেষ বারের মতো দেখেনি , একটু দেখতে দাও গো আমায়, আলু, বেগুনি, ফুলকপি, ধোঁকা , .... বিদায় সকলে, তোরা দুঃখ করিস নি রে

চপওয়ালা: এই যে দেখুন

গদাই : দাও দাও আমার হাতে ৪ পিস্ তুলে দাও, ওদের একটু সনাতন দিই

চপওয়ালা: একটু কাসুন্দি দেব বাবু?

দুলাল: এই চপওয়ালা খবরদার দেবে না, গদাই দা, এই যে বললেন আপনি যত খিদে পাক, আন্দোলন থেকে সরছেন না...

গদাই : বলেছিলাম বুঝি মনে নেই তো

<পুলিশ তৃতীয় বার প্রবেশ করে>

পুলিশ: আমি গদাই পাটকেল কে তৃতীয় বার অনুরোধ করছি, অনশন ভাঙার জন্য, নোট আইন আইনের পথে চলবে।....

শৈলেন: ভয় পাবে না গদাই দা গর্জে উঠুন

গদাই : আমি সরকারের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলাম, অনসহন চলছে চলবে,

চলছে চলবে

চপওয়ালা: বাবু আমি কি করবো?

গদাই : চপওয়ালা নিপাত যাক, অনশণকারী বেঁচে থাকে,

বেঁচে থাকে বেঁচে থাকে,

পুলিশ: লাঠি -- চার্জ

চপওয়ালা চপের ঝুড়ি ফেলে পালায়

শৈলেন: গোদাইদা পুলিশ এর কাপুরুষোচিত আক্রমণে ভয় পাবেন না,

দুলাল: পুলিশ এর নিলজ্জ আক্রমণ প্রতিরোধ করুন,

গদাই : আমি প্রতিরোধ, করছি, তোমরা নিজে দের প্রতিরক্ষা করো

গদাই : দমন নীতি বন্ধ কারো, পুলিশ রাজ্ খতম কারো,

বন্ধ কারো বন্ধ কারো

<পুলিশ শৈলেন, দুলাল কে তারা করে>

গদাই : (খেতে খেতে ) অনশন চলছে চলবে।.....

<পুলিশ এসে salute করে>

----------